ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০৬ ● কলকাতা ● ০৬ বৈশাখ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২০ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আস্থা রেখে আপাতত নবান্ন অভিযান স্থগিত করলেন চাকরিহারারা। শনিবার হাওড়া ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারেটকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তাঁরা। 'চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চে'র তরফে অন্যতম আহ্বায়ক দেবাশিস বিশ্বাস নিশ্চিত করেছেন, আগামী

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দিলীপ ঘোষের বিয়ে, শুভেচ্ছা জানালেন না? জবাব শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা : একুশে প্রথম আলাপ ইকো পার্কের মর্নিং ওয়াকে। আর পঁচিশে পরিণতি পেল সেই সম্পর্ক। দলেরই মহিলা মোর্চার নেত্রী রিঙ্কু মজুমদারের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন দিলীপ ঘোষ। বিয়ের ধুতি নিয়ে তাঁর ফল্লাটে গেলেন সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির নেতারা। অন্যদিকে, ফুল, মিষ্টি এবং শুভেচ্ছাবার্তা এল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেও।শুভেন্দুকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু বলতে চাই না। এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি জিগ্যেস করেন, শুভেচ্ছা জানাবেন না ? তিনি বলেন, 'পার্টির তরফে তো জানিয়েছে, আমিও তো পার্টির একজন'। এই টুকু বলেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। মুর্শিদাবাদ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। এদিকে সুকান্ত মজুমদার গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। হাতে তুলে দেন উপহার। বলেন, ' দিলীপদার এবং তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

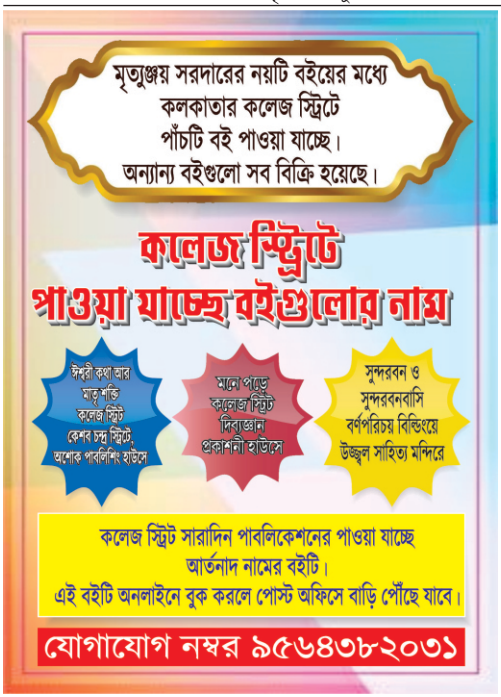

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্লাটিনাম জুবিলী সমাবেশ মহাবোধি সোসাইটি হলে

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৩ই এপ্রিল ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি পালন করলেন পঁচাত্তর বছর পূর্তি অনুষ্ঠান, কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া প্রেক্ষাগৃহে। সমিতির সভাপতি সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। সাধারণ সম্পাদক শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সমিতির প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী দের উদ্দেশ্যে। এর পরেই মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে শুরু হয়। সমিতির প্লাটিনাম জুবিলী সমাবেশ এ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন অতিথি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় উপাচার্য ড: দীপক কর এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড: সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ।পরে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির বর্ষীয়ান শিক্ষক মশাই। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার ঘোষ। পরে উপস্থিত শিক্ষক সমাবেশ এ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় উপাচার্য ড: দীপক কর তাঁর ভাষণে সমাজবাদী এই শিক্ষক সমিতির কাজ কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা শিক্ষক শিক্ষিকা র চাকরী চলে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতায় দুঃখ প্রকাশ করেন ও মানবিক মুখ্যমন্ত্রী র সহানুভূতি তে কিভাবে তাঁরা আবার চাকরিতে যোগ দিতে পারেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড সমীর চট্টোপাধ্যায় বক্তব্যে শিক্ষক সমিতির সামাজিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় সুস্থ রাখতে সমবেত সহযোগিতা নিয়ে আরো শত বর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশা প্রকাশ করেন। এর পর সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা সরকার, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শিশির কুমার সরকার, ঝোনটু প্রসাদ মন্ডল বক্তব্য রাখেন। সমিতির ৭৫বছর পূর্তিতে ভারতীয় ডাক টিকিট এর এলবাম ও প্রকাশিত হয় মাননীয় উপাচার্য ও অধ্যাপক এর হাত দিয়ে। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সত্তর ঊর্ধ সমস্ত জেলার পাঁচ জন করে শিক্ষক শিক্ষিকা দের সম্বর্ধনা ও দিয়ে প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার উন্নয়নে এই সমিতির দায়বদ্ধতা থাকবে এই শপথ বাক্য পাঠ করে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মালদহে ঘরছাড়াদের ক্যাম্পে রাজ্যপাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মালদহ: মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ অশান্তির জেরে ঘরছাড়া বেশ কয়েকটি পরিবার। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন পাশের জেলা মালদহের বৈষ্ণবনগরে। পারলালপুর হাই স্কুলের ক্যাম্প তাঁদের অস্থায়ী ঠিকানা। শুক্রবার দুপুরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে মালদহে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মালদহ টাউন স্টেশনে নেমে সোজা চলে গিয়েছেন বৈষ্ণবনগরের পারলালপুর হাইস্কুলের ক্যাম্পে। এদিকে এদিন সকালে মালদহে পৌঁছন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। এদিন সকাল

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ঝাড়গ্রাম শহরে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

চাকরি কেলেঙ্কারি ও হিন্দু হত্যার অভিযোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এবং একাধিক ইস্যুতে শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। মিছিলটি ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকা থেকে শুরু হয়ে ঝাড়গ্রাম শহর হয়ে পাঁচ মাথা মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে পথসভার আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব উমেশ রায়,তুষার মুখার্জি, বিজেপির ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো সহ রাজ্য ও জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রীরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন, দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলন চলবে। বিজেপি নেতারা দাবি করেন, রাজ্য সরকারের অধীনে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অনিয়ম ক্রমেই বাড়ছে। সেই কারণেই সাধারণ মানুষ আজ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। রাজ্যের যেভাবে হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে হত্যা করা হচ্ছে তা অতি নিন্দনীয়।তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সেই জন্য বিজেপির ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ঝাড়গ্রাম শহরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ প্রশাসন। তবে বিজেপির ওই প্রতিবাদ মিছিল কে কেন্দ্র করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণভাবে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়।

(১ম পাতার পর)

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চের

২১ এপ্রিল তাঁদের যে নবান্ন অভিযান হওয়ার কথা ছিল, তা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, এসএসসির তরফেও জানানো হয়, যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা আলাদা করে প্রকাশ করা হবে ২১ এপ্রিল। মুখ্যমন্ত্রী ও এসএসসির প্রতিশ্রুতি এবং শীর্ষ আদালতের রায় – তিন আশ্বাসের পর আস্থা বাড়ে চাকরিহারাদের। তাঁরা ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত ঘোষণা করেন। 'চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চে'র অন্যতম আহ্বায়ক দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, "আমরা সাময়িকভাবে নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখলাম। হাওড়া সিটি পুলিশ ও কলকাতা পুলিশকে চিঠি লিখে আমরা তা জানিয়েছি। মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করলে তাঁরা আমাদের কথা শুনবেন বলে আশা। সেটাই আপাতত আবেদন জানাব। আলোচনার পর আবার পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার পরই এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেবাশিসবাবু।

গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন এরাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। তাঁদের হাহাকারে ভারী কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। 'চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চ' গড়ে এনিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে গত ৭ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সমাবেশে যোগ দিয়ে ভুক্তভোগীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। জানিয়েছেন, 'যোগ্য' চাকরিহারাদের চাকরির ব্যবস্থা করবেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে। আগামী তিনমাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে। যদিও পরবর্তী সময়ে শীর্ষ আদালত নিয়োগের সময়সীমা বাড়িয়ে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করে।

(১ম পাতার পর)

২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান স্থগিত চাকরিহারাদের ঐক্য মঞ্চের

আগামী নববধূ যিনি আসছেন তাঁদের আগামী জীবন অত্যন্ত শুভ হোক। ভাল হোক।' দিলীপ ঘোষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। 'তাঁদের আগামী বিবাহিত জীবন অত্যন্ত আনন্দের হোক। সুখের হোক। এবং আশা করব যে আগামী দিনে দিলীপদা একটা বড় আমাদের জন্য মানে ভোজের আয়োজন করবে।'

বিরোধী শিবির থেকেও এসেছে শুভেচ্ছাবার্তা। গত লোকসভা ভোটে দিলীপ ঘোষকে হারিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন তৃণমূলের কীর্তি আজাদ! দিলীপ ঘোষের বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনিও লোকসভা কেন্দ্রে মিষ্টি বিলি করেন। তাঁর গলায় শোনা যায় - মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়...।

সবমিলিয়ে শুক্র-সন্ধেয় রাজনীতির পাশাপাশি বাড়িতেও দায়িত্ব বাড়ল দিলীপের। আদ্যোপান্ত রাজনীতিক দিলীপ ঘোষ পদার্পন করলেন সাংসারিক জীবনে।বিয়ের দিনে বিরোধী শিবির থেকেও এল শুভেচ্ছার ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে বালির খোঁচার মতো এল কটাক্ষও। শুক্রবার সকাল থেকেই দিলীপ ঘোষের নিউটাউনের আবাসনে লেগেই ছিল তাঁর দলের হেভিওয়েটদের ভিড়। দল থেকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার, লকেট চট্টোপাধ্যায়, শমীক ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকেই। তবে ছিলেন না শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তিনি। কিছুদিন আগেও বিধানসভায় গিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন দিলীপ। দুজনে ধরা পড়েন একফ্রেমে। তবে বিয়ের দিনের ফ্রেমে শুভেন্দু অধিকারী রইলেন না। কিন্তু শুভেচ্ছা কি পাঠালেন?

তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের অনলাইন বুকিংয়ে প্রতারণার ফাঁদ, সতর্কবার্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নতুন দিল্লি, ১৯ এপ্রিল ২০২৫

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারতীয় সাইবার প্রতারণা সমন্বয় কেন্দ্র (আই ফোর সি) অনলাইন বুকিংয়ে প্রতারণা সম্পর্কে নাগরিকদের, বিশেষত তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছে, ভুয়ো ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতারণামূলক পেজ, ফেসবুক পোস্ট, হোয়াটস্অ্যাপএবং গুগলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। ৪টি অনলাইন বুকিংয়ের কথা উল্লেখ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এগুলি হল:

• চারধাম যাত্রায় কেদারনাথে হেলিকপ্টার বুকিং
• তীর্থযাত্রীদের অতিথি আবাস ও হোটেল বুকিং
•অনলাইনে ক্যাব / ট্যাক্সি বুকিং
• হলিডে প্যাকেজ এবং ধর্মীয় পর্যটনস্থল পরিদর্শন

সরকারের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে:

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

মালদহে ঘরছাড়াদের ক্যাম্পে রাজ্যপাল

সাড়ে ১০টা নাগাদ বন্দে ভারতে মালদহ টাউন স্টেশনে নামেন তাঁরা। সেখান থেকে গাড়িতে চেপে সোজা পারলালপুর হাইস্কুলের ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন।

দুপুর নাগাদ ক্যাম্পে পৌঁছন। ক্যাম্পে থাকা ধুলিয়ানের ঘরছাড়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বললেও, সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সূত্রের খবর, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দিল্লিতে গিয়ে কমিশনের আধিকারিকের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবেন।সন্ধেবেলা ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলার সময় আচমকাই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। ক্যাম্পের বাইরে রাজ্যপালের সাক্ষাৎপ্রার্থী বহু গ্রামবাসী। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে বারবার পুলিশের কাছে আবেদন-নিবেদন করেও লাভ হয়নি। পুলিশ এতজনকে ক্যাম্পে ঢুকতে দিতে নারাজ। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জেরে শেষমেশ তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা। দফায় দফায় বিক্ষোভের ফলে পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হল পুলিশকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘরছাড়াদের বন্দির মতো রাখা হয়েছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ক্যাম্পের বাইরে ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা হয়েছে, যাতে তাঁরা বাইরে যেতে না পারেন। এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যপাল কী কী আশ্বাস দিচ্ছেন, সেটা তাঁরা জানতে চান। আর তাই আশ্রয় শিবিরে ঢুকতে চাইছেন। কিন্তু পুলিশ বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

বেতবোনায় রাজ্যপালের কনভয় আটকে বিক্ষোভ, ঘটনাস্থলে পুলিশ-আধাসেনা

বেতবোনায় রাজ্যপালের কনভয় আটকে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। রাজ্যপাল বেতবোনায় নামলেন না কেন? সেই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। বিক্ষোভ তুলতে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও আধাসেনা। ডাকবাংলো মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রাজ্যপালের গাড়ি। পরে খবর পেয়ে বেতবোনায় ফিরে আসেন রাজ্যপাল।এদিকে ধুলিয়ান বাজার এলাকায় ডাকবাংলো মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রাজ্যপালের গাড়ি। সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। স্থানীয়দের নিরাপত্তা বাড়নোর কথা বলেছেন তিনি। সব জায়গায় বিএসএফ ক্যাম্প খোলার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে কনভয় আটকে পড়ার খবর পেয়ে ফের বেতবোনায় ফিরে আসেন রাজ্যপাল। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ 'উড়িয়ে' মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি দেখতে নবাবের জেলায় গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে বেতবোনা এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছিল রাজ্যপালের কনভয়। সিভি আনন্দ বোসের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই, কনভয়ের বাকি গাড়িগুলির সামনে চলে আসেন স্থানীয়রা। আটকে দেওয়া হয় কনভয়ের বাকি গাড়ি। রাজ্যপালকে 'মনের কথা' বলতে চেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। মূলত তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে চান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও আধাসেনা। গ্রামবাসীকে পুলিশের তরফে বোঝানো হয়, রাজ্যপাল কোথায় যাবেন, তা ঠিক করা হয় রাজভবনের তরফে। সেখানে রাজ্য প্রশাসনের কোনও ভূমিকা নেই।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লোভে, রাতে মানুষ লক্ষ্মী দেবীর সৃষ্টির বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত করেছে।এক একটা দিন এক একটা রীতি-রেওয়াজ লক্ষ্মী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালীদের জন্য একটা খুব অবাঙালিদের জন্য আর একরকম । সব যেন বাংলা-বিহার-উরিষ্যা ভারত বর্ষ তথা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে লক্ষ্মী দেবীর চিরাচরিত রীতি আজও প্রচলিত। তবে সর্বদাই আমি একটু গবেষণামূলক চরিত্র ভালোবাসি ,সবকিছু খতিয়ে দেখার অভ্যাস আমার সর্বদাই আছে।তাই কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার ইতিহাস ও তার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের অনলাইন বুকিংয়ে প্রতারণার ফাঁদ, সতর্কবার্তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

১. অর্থ প্রদানের আগে ওয়েবসাইটের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে হবে।

২. গুগল, ফেসবুক কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে অজানা লিঙ্কে ক্লিক করার আগে সতর্ক হতে হবে। 'স্পনসর্ড' লেখা লিঙ্কের ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক হতে হবে।

৩. সরকারি পোর্টাল অথবা বিশ্বস্ত ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে বুকিং করতে হবে।

৪. যে কোনও ধরনের প্রতারণার ক্ষেত্রে http://www.cybercrime.gov.in - এ অভিযোগ জানান কিংবা 1930-তে ফোন করুন।

৫. https://www.heliyatra.irctc.co.in-এর মাধ্যমে কেদারনাথে হেলিকপ্টার বুকিং করা যাবে।

৬. সোমনাথ ট্রাস্টের সরকারি ওয়েবসাইট হল https://somnath.org এবং একই লিঙ্কে গেস্ট হাউস বুকিং করা যাবে।

প্রতারণা ঠেকাতে একাধিক পদক্ষেপও নিয়েছে সরকার। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গুগ্‌ল, ফেসবুক এবং হোয়াট্‌সঅ্যাপের সঙ্গে নিয়মিত প্রতারণার সঙ্কেত বিনিময় করা হচ্ছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সাইবার অপরাধের 'হটস্পট' চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ভুয়ো ওয়েবসাইট বা পেজগুলিকে যত দূর সম্ভব চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কেউ কোনও অপকর্ম করলে শনির নজর এড়ায় না। শনির হাতে তার শাস্তি নিশ্চিত। তবে কোন মানুষের উপরে যদি শনিদেব রুষ্ট হয়ে থাকে, তখনই মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় সেইসময়, যখন শনিদেব শকুনের উপর বসে অশুভ প্রভাব ফেলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নতুন দিল্লিতে আইডিএস সদর দপ্তরে তিন সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ রণকৌশলের দ্বিতীয় সংস্করণ সঞ্চালনা করবেন আইডিএস

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫

তিন সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ রণকৌশলের দ্বিতীয় সংস্করণ ২১ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত নয়াদিল্লির মানেকশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে। এই রণকৌশল সদর দপ্তরের ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের তত্ত্বাবধানে সঞ্চালিত হচ্ছে এবং তিন সেনবাহিনীর থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর জয়েন্ট ওয়ারফেয়ার স্টাডিজ (সিইএনজেওডব্লিউএস) দ্বারা সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম সংস্করণের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে এই সম্প্রসারিত তৃতীয় সপ্তাহের কোর্সটি আধুনিক যুদ্ধের জটিল চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে সেনা আধিকারিকদের প্রস্তুতির জন্য সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহানের দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরেছে। এই কোর্স তাঁর র‍্যাঙ্ক-অ্যাগনস্টিক পদ্ধতি বজায় রেখেছে।

এই সংস্করণে সামরিক অভিযানে ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট যুদ্ধের উন্নয়নের ওপর একটি উন্নত পাঠক্রম রয়েছে। এতে প্রযুক্তি কিভাবে যুদ্ধের ওপর প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণা বিকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, চিন্তাভাবনা, মতবাদ, কৌশল এবং রণকৌশল পদ্ধতিগুলির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটি দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষমতার সঙ্গে অপারেশনাল অগ্রাধিকারগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করবে এবং আধুনিক ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি মুক্ত আলোচনার পথ খুলে দেবে।

এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে মেজর জেনারেল থেকে শুরু করে মেজর এবং অন্য দুই বাহিনীর তার সমতুল কর্মকর্তারা, ডিআরডিও সহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ অন্যান্য বিভাগের প্রতিনিধিরা। সেইসঙ্গে স্টার্ট-আপ, এমএসএমই, বিপিএসইউ এবং বেসরকারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিনিধিরা।

এই দ্বিতীয় সংস্করণটি সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পরিষেবাগুলির মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি এবং আধুনিক যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান জটিল দৃশ্যপটে নেভিগেট করার উপযোগী কৌশলগত নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাবে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 1112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

'কেন্দ্রীয় বাহিনী সরে গেলেই...', মুর্শিদাবাদ নিয়ে এখনও আতঙ্কিত শুভেন্দু, নিশানা মমতাকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মুর্শিদাবাদে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির জন্য সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, অশান্তির জন্য এক এবং একমাত্র দায়ী মুখ্যমন্ত্রী এবং পুরোটাই উনি হিসেব কষে করিয়েছেন! শনিবার ভবানীপুরের এক সভা থেকে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শুভেন্দু। কী বললেন তিনি?

জেলার ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ওয়াকফ ইস্যুতে যে অশান্তি হয়েছে তার প্রতিবাদে এদিন ভবানীপুরে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ডাকে মিছিল ও পথসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, যতদিন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, ততদিন ভাল। বাহিনী সরে গেলেই আবার হিংসা শুরু হবে।

শুভেন্দুর কথায়, ''বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী সরে গেলেই আবার একই পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই বাঁচতে গেলে সকলকে একজোট হতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।'' এই প্রেক্ষিতেই 'মমতা ভাগাও' বলে স্লোগান তোলেন তিনি। যদিও শনিবারই মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন করে এসে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, সেখানকার পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক রয়েছে। তবে তিনি এও দাবি করেন যে, এলাকার মানুষ এখনও আতঙ্কিত।

মুর্শিদাবাদে বিগত কয়েক দিন ধরে ব্যাপক তাণ্ডব হয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশের ওপর হামলা হয়। বাড়ি-দোকানপাট ভাঙচুর থেকে শুরু করে খুন, সবই হয়েছে। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাড়তি পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় জেলায়। এখনও পর্যন্ত আধাসেনার টহল চলছে জেলায়। এলাকাবাসীর দাবি, তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ক্রমাগত। এলাকা ছেড়ে চলে না গেলে ক্ষতি করা হবে বলে ভয় দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা চাইছেন, জেলায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প হোক।

কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ) মহারাষ্ট্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডালিমের প্রথম বাণিজ্যিক সমুদ্র চালান রপ্তানি করছে

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫

বিদেশের বাজারে ভারতীয় ডালিম রপ্তানির ঐতিহাসিক উদ্যোগের ফলে ভারতীয় উন্নতমানের ভাগওয়া জাতের ডালিম একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক সমুদ্র চালান সফলভাবে নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছে, যা ভারতের তাজা ফল রপ্তানির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তাজা ফলের উচ্চমানের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি, এই চালান রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক মার্কিন বাজারে ভারতীয় ডালিমকে একটি পছন্দের পণ্যে পরিণত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

ডালিম উৎপাদনের ঋতুতে ঐতিহ্যগতভাবে বিমান পরিবহণকে ফল সরবরাহের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হত। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে সুলভ এবং টেকসই সমুদ্র পরিবহণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিবর্তিত পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তাদের বাজারে ডালিম রপ্তানির অধিকার প্রদানের পর কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এপিইডিএ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের প্রাণী ও উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পরিবর্তন পরিষেবা (ইউএসডিএ এপিএইচআইএস), ভারতের জাতীয় উদ্ভিদ সুরক্ষা সংস্থা (এনপিপিও - ভারত) এবং জাতীয় ডালিম গবেষণা কেন্দ্র (এনআরসিপি), সোলাপুর-এর সহযোগিতায় বিমানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরীক্ষামূলকভাবে ডালিম রপ্তানি সফলভাবে করা হয়।

আইসিএআর – ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর ডালিম-এর সহযোগিতায় এপিইডিএ কর্তৃক ডালিমের শেলফলাইফ ৬০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য স্ট্যাটিক ট্রায়াল করা হয়। এই ট্রায়ালের সাফল্যের কারণে ভারত ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইরাডিয়েশন ফেসিলিটি সেন্টার (আইএফসি), মহারাষ্ট্র রাজ্য কৃষি বিপণন বোর্ড (এমএসএএমবি), ভাশি, নবী মুম্বাই থেকে আইএমএল ফার্মস-এর সহযোগিতায় ৪,২০০ বাক্স, অর্থাৎ ১২.৬ টন ডালিমের প্রথম পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক সমুদ্র চালান সফলভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি শুরু করে।

এপিইডিএ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ডালিমের জন্য ইউএসডিএ প্রাক্-ছাড়পত্র কর্মসূচিকে সাহায্য করে যা ভারতীয় কৃষি রপ্তানিকারকদের জন্য পণ্য সরবরাহ এবং নিয়ন্ত্রণের বাধা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি তাদের মার্কিন বাজারে প্রবেশ করতে সক্ষম করে। তিনমাস আগে থেকে ইউএসডিএ-এর পরিদর্শকদের প্রাক্-ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এপিইডিএ-র সঠিক পদক্ষেপের ফলে এই চালানের মসৃণ ও যথাসময়ে রপ্তানি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রায় ১৪ টন ওজনের ৪,৬২০ বাক্স ভারতীয় ডালিমের প্রথম সমুদ্র চালান মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার্কিন পূর্ব উপকূলে পৌঁছেছিল, যা ভারত থেকে রওনা হওয়ার চার সপ্তাহের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কে এই চালানটি ব্যতিক্রমী উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল। রপ্তানির মানের রিপোর্ট ছিল 'চমৎকার'। গ্রাহকরা ভারতীয় ভাগওয়া প্রজাতির ডালিমের অসাধারণ সৌন্দর্য এবং উচ্চতর খাদ্যমান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এপিইডিএ চেয়ারম্যান শ্রী অভিষেক দেব মন্তব্য করেন, "বিশ্ববাজারে ভারতীয় তাজা ফলের মান সম্পর্কিত প্রচারে ভারত সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এপিইডিএ প্রাক্-ছাড়পত্র কর্মসূচিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আম এবং ডালিমের মতো ভারতীয় ফলের রপ্তানিতে সাহায্য করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রিমিয়াম আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁদের ফল রপ্তানি করলে ভারতীয় কৃষকরা আরও লাভবান হবেন। ভারতীয় আমের বার্ষিক রপ্তানি ইতিমধ্যেই ৩,৫০০ টনে পৌঁছেছে এবং আমরা আশা করি যে আগামী বছরগুলিতে ডালিমও এরকম বহুল মাত্রায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে।"

এই চালানটি এপিইডিএ-র তালিকাভুক্ত মুম্বাইয়ের ফল ও সব্জির শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক এবং কে বি এক্সপোর্টস দ্বারা পাঠানো হয়েছিল। এই চালানের সমস্ত ডালিম সরাসরি কে বি এক্সপোর্টস-এর খামার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল যাতে এই রপ্তানির সুবিধা তৃণমূল স্তরে ভারতীয় কৃষকদের কাছে পৌঁছয়।

এই সফল চালান নিয়ে বলতে গিয়ে কে বি এক্সপোর্টস-এর সিইও শ্রী কৌশল খাখার বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ডালিম রপ্তানির পরিষেবা শুরু করার জন্য আমরা এপিইডিএ-এর প্রতি কৃতজ্ঞ। এপিইডিএ-এর প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে বিদেশি বাজারে প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করা, রপ্তানি প্রোটোকল স্থাপন করা, একাধিক অংশীদারের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন এবং ইউএসডিএ-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রাক্-ছাড়পত্র কর্মসূচি আয়োজন করা। কে বি এক্সপোর্টস ডালিমের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং এর মাধ্যমে দেশের বাইরে সেরা ফল রপ্তানি করা সুনিশ্চিত করে। আমাদের গ্রাহকরা সর্বোত্তম ফলের গুণমান প্রত্যাশা করে এবং আমরা সর্বদাই সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করি।"

ভারতীয় রপ্তানি কনসর্টিয়ামের এক প্রতিনিধি বলেন, "যদিও ভারতীয় ডালিম সর্বদাই তার স্বাদের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এই চালান প্রমাণ করেছে যে সঠিক গুণমান এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভারতীয় তাজা ফল আমেরিকার উপভোক্তাদের উন্নত রুচি পূরণ করতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আমেরিকার বাজারে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা পেয়ে আনন্দিত এবং আত্মবিশ্বাসী যে এই সফল রপ্তানি এবারের ডালিম ঋতুতেই রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে।"

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই ফল রপ্তানি শিল্প আশাবাদী হয়ে উঠেছে। এই বিপণন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে কৌশলগত প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতীয় ডালিম প্রিমিয়াম মার্কিন বাজারে নিজেদের জন্য একটি স্থান তৈরি করতে পারে। ক্রমবর্ধমান সাফল্যের আলোকে এই শিল্পের অংশীদাররা ভারতীয়দের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য এপিইডিএ-এর সাহায্য কামনা করে।

উদ্যানজাত ফসলের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে ভারতের মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে ডালিমের উৎপাদন সবচাইতে বেশি। এপিইডিএ, বিশেষ করে ডালিমের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য একটি প্রচার ফোরাম (ইপিএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এর লক্ষ্য রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের বাধা-বিপত্তিগুলি দূর করা। ইপিএফগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, জাতীয় রেফারেল ল্যাবরেটরি, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং শীর্ষস্থানীয় ১০টি রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ডালিমের গুণমান সম্পর্কে প্রচারে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ভারত ৬৯.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মোট ৭২,০১১ মেট্রিক টন ডালিম রপ্তানি করেছে। এ বছর ভারত থেকে ডালিম রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে যা ২০২৪-২৫-এর এপ্রিল-জানুয়ারি সময়কালে ৫৯.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান রপ্তানি গন্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাংলাদেশ, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, বাহরিন, ওমান এবং অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতীয় ডালিম, বিশেষ করে ভাগওয়া প্রজাতির ডালিম তার অপূর্ব স্বাদ, গাঢ় লাল রং এবং উচ্চ পুষ্টিগুণের জন্য বিখ্যাত। এই ডালিম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিতে ভরপুর, যা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতন উপভোক্তাদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় উপাদেয় ফল হিসেবে পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে সাহায্য করেছে।

পচনশীল প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও তাজা ফল এবং শাক-সব্জি রপ্তানির প্রতিশ্রুতি পালন করতে দূরদুরান্তের গন্তব্যে রপ্তানি করার সময় পণ্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমুদ্র প্রোটোকল তৈরি করেছে ভারত সরকার। এই উদ্যোগটি শুধুই বিশ্ববাজারে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী করে না, বরং টেকসই রপ্তানি প্রক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করে ভারতীয় কৃষকদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

উচ্চমানের ফলের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিপণন উদ্যোগের সঙ্গে এভাবে মিলিতভাবে কাজ করলে আমেরিকার উপভোক্তাদের জন্য ভারতীয় ডালিম নিঃসন্দেহে একটি পছন্দসই ফলের তালিকায় স্থায়ী স্থান গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, আগামী বছরগুলিতে মার্কিন খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে এর স্থান সুনিশ্চিত হবে।

সিনেমার খবর

কোন শহর পছন্দ দীপিকার, মুম্বাই নাকি বেঙ্গালুরু?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন কোন শহরে বাস করতে পছন্দ করেন অথবা কোন শহরটি আছে তার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে? এমন প্রশ্নে তাকে বরাবরই বিচলিত হন। মুম্বাই তার কর্মক্ষেত্র। তার নিজের শহর বেঙ্গালুরু।

এবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে এই অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন, শহর দুটির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন। কারণ দুটি জায়গাই তার ৩৯ বছরের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বুধবার দীপিকা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি উভয় শহরের প্রতি তার ভালোবাসার কথা বলেছেন। দীপিকা যখন তার চুলের স্টাইল করাচ্ছেন তখন 'বোম্বে না বেঙ্গালুরু?' এই প্রশ্নের উত্তরে দীপিকা এ কথা বলেন।

ক্যামেরার পিছনে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করেন তিনি কি তার শহরের জনপ্রিয় মিষ্টান্নের জায়গা কর্নার হাউসকে মিস করেন? তখন দীপিকা হেসে উত্তর দেন, আমি এটা মিস করি কিন্তু আমি আসলে খুশি যে মুম্বাইতে এমন কোনও জায়গা নেই।

বেঙ্গালুরুতে তার সময়কালের কথা স্মরণ করেন দীপিকা। যিনি গত বছর একটি শিশু কন্যা দুয়ার জন্ম দিয়েছিলেন। দীপিকা বলেছেন, যখনই আমি বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসি, তখন মনে হয় যেন আমার নিজের বাড়ি। কারণ এখানেই আমি আমার জীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছি। এখানেই আমি বড় হয়েছি, আমার বন্ধুরা, আমার স্কুল, আমার কলেজ, তাই নিজেকে গড়ে তোলার বছরগুলো এখানেই কেটেছে।

তা সত্ত্বেও মুম্বাইয়ের প্রতিও দীপিকার ভালোবাসা গভীর। রণবীর সিংয়ের সাথে বিবাহিত এই অভিনেত্রী স্বীকার করেন, মুম্বাইয়ে পেশাগতভাবে আমার জীবন শুরু হয়েছিল এবং এখন সেখানেই আমার বাড়ি। মুম্বাইয়ের শক্তি খুব আলাদা। তাই একটির ছেড়ে অন্যটিকে বেছে নেওয়া খুব কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় দুটি শহরই আমার ৩৯ বছরের জীবনকে সত্যিই প্রভাবিত করেছে।

পোস্টটিকে আরও বিশেষ করে তুলে ধরা হয়েছে একটি নস্টালজিক মন্টাজের মাধ্যমে। যেখানে বেঙ্গালুরুতে দীপিকার শৈশব, স্কুল এবং কলেজের দিনগুলির বিরল ছবিগুলি রয়েছে। মুম্বাইতে তার মডেলিং জীবনের প্রথম দিকের স্মৃতিচিহ্নও আছে সেখানে। সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে বোনা।

ভিডিওটির ক্যাপশনে দীপিকা লিখেছেন, একটি প্রশ্ন যা আমাকে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয়... বেঙ্গালুরু না মুম্বাই?

'আজ কি রাত ২.০'? তামান্নার নতুন গানের শুটিং ফাঁস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অজয় দেবগণের আসন্ন ছবি 'রেড ২' মুক্তির আগেই আলোচনার কেন্দ্রে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবির একটি গানের শুটিংয়ের ভিডিও ফাঁস হওয়ার পর উত্তেজনা আরও বেড়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া একটি বিশেষ গানের দৃশ্যের শুটিং করছেন। সাদা ও সোনালী পোশাকে নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে তামান্নার ঝলমলে উপস্থিতি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে, তবে কি আসছে 'আজ কি রাত ২.০'?

ফাঁস হওয়া এই ভিডিওতে তামান্নাকে সাবলীল নৃত্যশৈলীতে দেখা যায়, যা তাঁর ভক্তদের মধ্যে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এর আগে তামান্না ভাটিয়া 'সুইং জারা', 'দাং দাং' এবং 'জোকায়ে নাম্বু'-র মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় গানে অংশ নিয়েছেন। তবে, সাম্প্রতিককালে 'স্ত্রী ২' ছবিতে তাঁর 'কাভালা' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

'রেড ২' ২০১৮ সালের জনপ্রিয় ছবি 'রেড'-এর সিক্যুয়েল। এই ছবিতে অজয় দেবগণ আবারও আইআরএস অফিসার আমায় পটনায়েকের চরিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে রীতেশ দেশমুখ এবং বাণী কাপুরকে। ছবিটি আগামী ১ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

তামান্নার এই বিশেষ গানের ঝলক প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সিনেমাপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। 'আজ কি রাত ২.০'-এর সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে, যা ছবি মুক্তির আগে দর্শকদের উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দেখার অপেক্ষা, এই নতুন গানটি কতটা মাতাতে পারে দর্শক মন।

মেয়ের অভিনয়ে আসা নিয়ে যা বললেন কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের অনেক তারকার কন্যা পা রাখছেন বিনোদন জগতে। সাইফকন্যা সারা আলি খান জাহ্নবী কাপুর, শাহরুখ কন্যা সুহানা খান থেকে হালফিলের রাশা থাডানি— সবারই বলিউডে অভিষেক হয়েছে।

তবে কাজলকন্যা নিসার এখনো অভিষেক হয়নি। যদিও গত কয়েক বছর বিভিন্ন সময় নিজের জীবনযাপনের জন্য ক্রমাগত সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে নিসাকে। বিভিন্ন সময় গায়ের রঙ নিয়ে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মেয়ের বিষয়ে কাজল বলেন, আমার মেয়ে ২২-এ পা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, আপাতত বলিউডে ও এখনই আসতে চায় না। পরবর্তীকালে মেয়ের কর্মজীবন কী হবে, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানাননি অভিনেত্রী।

অভিনয় দুনিয়ায় থাকতে গেলে কি নিজের বাহ্যিক গঠন পরিবর্তনের প্রয়োজন- এমন প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, দয়া করে সবার পরামর্শ নেবেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— নানা লোক নানা কথা বলবে। কেউ বলবে— নাক বদলান, কেউ বলবে— হাত বদলান, আবার কেউ বলবে— গায়ের রঙ বদলান। তিনি বলেন, হাজার লোকের হাজার কথা শুনবেন।

তবে তিনি সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নায়িকাদের অস্ত্রোপচারের সাহায্য নেওয়ার বিরোধিতা করেননি। বিষয়টিকে তিনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসাবেই দেখতে চান। অভিনেত্রী বলেন, এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে বাকিরা জোর করছে বলেই যে আমাকে অস্ত্রোপচারের সাহায্য নিতে হবে, সেটি যেন না হয়।

এ প্রসঙ্গে নতুনদের উদ্দেশে পরামর্শ দিয়ে কাজল বলেন, ঈশ্বর তোমাদের একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে তৈরি করেছেন। তারপরও কোনো পরিবর্তন চাইলে রূপটান তো রয়েছেই।

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরছ, খেলবে ৬টি দল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেট ফিরছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) বুধবার রাতে নিশ্চিত করেছে, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ক্রিকেট ইভেন্টে ছ'টি দেশ অংশ নেবে। তবে ফুটবলে দেখা যাবে ভিন্ন চিত্র—পুরুষদের বিভাগে কমানো হচ্ছে দেশের সংখ্যা, আর মহিলাদের বিভাগে তা বাড়ছে।

অলিম্পিকে ক্রিকেটের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত—শুধুমাত্র ১৯০০ সালের গেমসে একটি ম্যাচ হয়েছিল। এরপর আইসিসি অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিল ক্রিকেটকে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করার। সেই প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হয়েছে।

ক্রিকেট ইভেন্টে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই অংশ নেবে ছ'টি করে দেশ, আর খেলা হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। প্রতিটি দলে সর্বোচ্চ ১৫ জন খেলোয়াড় রাখা যাবে। যদিও কোন কোন দেশ এই ছ'টি স্থানে জায়গা পাবে, তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। আয়োজক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। বাকি দেশগুলোকে বাছাই পর্বের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

বর্তমানে আইসিসির অধীনে রয়েছে ১২টি পূর্ণ সদস্য এবং ৯০টিরও বেশি সহযোগী সদস্য দেশ, যারা মূলত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলে। ফলে বাছাই পর্বে প্রতিযোগিতা হবে প্রবল।

ফুটবলে কাটছাঁট, মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধি

অন্যদিকে ফুটবল ইভেন্টে হচ্ছে বড়সড় পরিবর্তন। এত দিন পুরুষদের বিভাগে ১৬টি দেশ খেললেও, তা কমিয়ে ১২-তে নামিয়ে আনা হচ্ছে। এর বিপরীতে মহিলাদের বিভাগে দল সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬ করা হয়েছে।

আইওসি'র স্পোর্টস ডিরেক্টর কিন ম্যাকোনেল বলেন, আমেরিকায় মহিলাদের ফুটবলের জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটাতেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, অলিম্পিকে মহিলাদের ফুটবলে আমেরিকা পাঁচবার সোনা জিতেছে এবং দেশটিতে নারী ফুটবলের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে।

বাটলারের জোশ! গরমের সঙ্গে দিল্লিকেও হেলায় হারাল গুজরাট টাইটান্স

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রচণ্ড গরম। দর্শকদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল গুজরাট টাইটান্স। ঘরের মাঠে ম্যাচ হলেও জোড়া প্রতিপক্ষ। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস এবং তীব্র দাবদাহ। দুটোর বিরুদ্ধেই জিতল গুজরাট টাইটান্স। বাটলারের জোশ গুজরাট টাইটান্সকে জয়ে ফিরতে সাহায্য করল। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে পাওয়ার হিটিংয়ের আরও একটা ঝলক দেখালেন জস বাটলার। আইপিএলের মঞ্চে তাঁর এমন ব্যাটিং নতুন নয়। টাইটান্স জার্সিতে প্রথম সেঞ্চুরিটা অবশ্য এল না। ৯৭ রানে অপরাজিত। ২০৪ রান তাড়ায় ৪ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটের বড় জয় গুজরাট টাইটান্সের।

কখনও ইশান্ত শর্মা, আমার কখনও অক্ষর প্যাটেল। রান নিতে গিয়ে বা ফিল্ডিংয়ে। প্রচণ্ড গরমের কারণে ক্র্যাম্পের বেশ কিছু দৃশ্য। গরমের জন্যই যে এমন পরিস্থিতি, বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বারের আইপিএলে অন্যতম ধারাবাহিক দল দিল্লি ক্যাপিটালস। মাত্র এক ম্যাচে হেরেছিল তারা। দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াইটা সহজ ছিল না। গরমে কাজটা আরও কঠিন হয়। তবে জস বাটলারের সৌজন্যে স্বস্তি।

ঘরের মাঠে টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন টাইটান্স ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। আমেদাবাদের পাটা পিচে ২০০ প্লাস স্কোর নতুন নয়। দিল্লির ওপেনিং জুটিতে বদল আনা হয়। ধারাবাহিক ব্যর্থ জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগুরুক বাদ। অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেন করেন করুণ নায়ার। বিধ্বংসী শুরুর পর দ্বিতীয় ওভারেই ফেরেন অভিষেক। দিল্লি ক্যাপিটালসের টপ ও মিডল অর্ডারের সকলেই চালিয়ে খেলেন। যদিও প্রয়োজন ছিল, কোনও একটা দিক আগলে রাখার। তা অবশ্য হয়নি। স্লগ ওভারে দুর্দান্ত বোলিং করে টাইটান্স। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৩ রান তোলে দিল্লি।

রান তাড়ায় শুরুতেই করুণ নায়ারের বুলস আইয়ের শিকার টাইটান্স। দ্বিতীয় ওভারে ডিরেক্ট থ্রোয়ে টাইটান্স ক্যাপ্টেন শুভমনকে ফেরান করুণ। সাই সুদর্শনের সঙ্গে যোগ দেন জস বাটলার। সাই এদিনও দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। ৩৬ রানে তিনি ফিরলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নামানো হয় শেরফান রাদারফোর্ডকে। একটা সময় মনে হচ্ছিল অনেক আগেই জিতে যাবে টাইটান্স। তবে রাদারফোর্ডের উইকেটে অপেক্ষা বাড়ে।

জস বাটলারের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন রাহুল তেওয়াটিয়া। এসেই সিঙ্গল নিয়ে স্ট্রাইক কাছে রাখেন। শেষ ওভারে ১০ রানের টার্গেট দাঁড়ায় টাইটান্সের। বাটলারের সেঞ্চুরির জন্য প্রয়োজন ছিল ৩ রান। স্ট্রাইকে ছিলেন রাহুল তেওয়াটিয়া। স্টার্ককে ছয় মেরে স্বাগত জানান। পরের ডেলিভারি লেগস্টাম্পে ইয়র্কার। বাউন্ডারি মেরে ম্যাচ ফিনিশ রাহুলের। বাটলারের সেঞ্চুরিটা হয়নি, টাইটান্স সমর্থকদের যেন এই আক্ষেপ থাকতেই পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR